সক্রেটিসের ইচ্ছামৃত্যু

সব্যসাচী সরকার

খৃষ্টপূর্ব ৩৯৯ শতাব্দীর ২৫শে মে-তে এথেন্সের পশ্চিমপ্রান্তের ফিলোপাপস্ পাহাড়ে অবস্থিত কারাগারে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আমি ২৫শে মে, ২০০২ খৃষ্টাব্দে চাক্ষুষ করলাম। অবাক লাগছে? - একটু বিস্তারেই বলছি।

এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসভায় যোগ দিতে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সপ্তাহের জন্য পৌঁছেছিলাম ২০শে মে-র সকালে। আরম্ভের দিনগুলি গবেষণা বিষয়ক আলোচনাতেই কেটে গেল, তাই ২৪ তারিখ বিকেলের অন্তিম সভা ও পরে কনফারেন্সের ব্যাঙ্কোয়েট ডিনার বাদ দিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম পুরোনো এথেন্স দেখতে। হাতের ম্যাপটা ধরে এথেন্স শহরের দক্ষিণ দিকে রওনা হলাম। সিটি হল পেরিয়ে 'সিনটাগমা স্কোয়ার'-এর পশ্চিম ধরে এগোতেই শহরের প্রায় উপকণ্ঠে পৌঁছে গেলাম। গ্রীক ও ইংরাজী ভাষায় লেখা জায়গার নাম দেখে বুঝে নিলাম যে সঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি।

সময়টা সন্ধ্যে হলেও মে মাস এবং বেশ গরম আর জায়গাটা আমাদের মত লোকেদের ভিড়ে ভর্ত্তি। এদিকে অ্যাক্রোপালিসের নীচের দিকে ইরিডিয়েনের ওপেন এয়ার থিয়েটারে অ্যারিস্টোফিনিস্ অভিনীত হচ্ছে। থিয়েটারের অন্যদিকে কয়েকটা হোটেল ও খাবারের দোকান। রাত্রি হয়ে আসছে তাই ঠিক করলাম কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। সফিটেল নামে এক পাঁচতারা হোটেলে ঢুকে পড়লাম এবং হোটেলের রেস্তোরাঁর দিকে যেতেই চোখে পড়লো রেস্তোরাঁর নাম - 'করবী'! নামটা আমার অতি পরিচিত কারণ ওটা আমার স্ত্রীর নাম। গ্রীক ভাষায় করবীর মানে জানার আগ্রহ রইল। ঠিক করলাম এখানেই খাব।

রসুন ও অরিগ্যানো যুক্ত ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রীক খাবার মুর্গী ও ভাত সহযোগে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করলাম। খাবার পরে গ্রীক কফি 'ব্রীকই'-তে পরিবেশিত হল। কফিটা ফিলটার করা নয়, বেশ কড়া এবং চিনি ছিল না - স্যুগার চাইতে 'গ্লাইকো' লেখা পাত্র এগিয়ে দিল। কফির তলানিটা গুঁড়ো কফিতে ভরা, ভাবছি কি করবো, ঠিক তখনই দুরে একটা ভালো আসনে বসা এক বৃদ্ধা আমায় হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন। টেবিলের ওয়েটার বলল - তুমি ভাগ্যবান, যাও ওনার কাছে কফির পাত্র নিয়ে।

- উনি কে? কিসের জন্য ডাকছেন?

- ঐ বৃদ্ধা হচ্ছেন 'ইয়াইয়া' মানে ভবিষ্যতদ্রষ্টা ঠাকুমা।

আমি সেই ঠাকুমার কাছে গেলাম। তিনি কফির পেয়ালাটায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আমায় কিছু বললেন। ওয়েটার ভাঙ্গা ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে বলল যে আমি নাকি আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যেই যা আশা করে আছি তা চাক্ষুষ দেখতে পাব। ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই ভবিষ্যতবাণীর জন্য কত দক্ষিণা দিতে হবে এবং তার উত্তরে সে জানালো যে এটা পুরোনো এথেন্সীয় প্রথা এবং 'ইয়াইয়া' সবাইকে ভবিষ্যত বলেন না - শুধুমাত্র তার বিচারে যারা উপযুক্ত তারাই শুধু এই বিশেষ কৃপা লাভ করে এবং এর জন্য কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া বা নেওয়া রীতিবিরুদ্ধ। ঠাকুমাকে অভিবাদন ও ওয়েটারকে বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ভোররাত্রে এলেফতেরিওস্ ভেনিজেলস্ বিমানবন্দরের ডিপার্চার লাউঞ্জে বসে ভাবছি গত রাত্রির সেই অদ্ভুত ঠাকুমার কথা। হঠাৎ একটা সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই 'করবী' নামের অর্থ পরিস্কার হয়ে গেল। 'করবী' এথেন্সের উপকণ্ঠে একটি সমুদ্রসৈকতের নাম। সকাল সাড়ে পাঁচটায় LH-3385 প্লেনে চড়ে বসলাম তিন ঘন্টায় ফ্র্যাঙ্কফুর্ট পৌঁছনোর জন্য। সূর্য্যের প্রথম আলো চোখের ক্লান্তিকে বাড়িয়েই দিল, তাই জানালার সাটার বন্ধ করে কালো কাপড়ের চশমাটা চোখে দিয়ে গত রাত্রির ঘুমের ঘাটতিটা পুষিয়ে নেবার

চেষ্টা করতে লাগলাম। তখনই সেই ছবিতে দেখা ফিলোপাপস্ পাহাড়ের প্রাচীন কারাগারের ভিতর আমি যেন পৌঁছে গেলাম। ভিতরে গ্রীক ভাষায় কথোপকথন আমার কানে ভেসে এল। দেখতে পেলাম রেস্তোরাঁর ঠাকুমার হাসি হাসি মুখ এবং তিনিই শুরু করলেন বাংলায় অনুবাদিত সেই গ্রীক কথোপকথন:

সক্রেটিস: ভোররাত্রে কেন এলে ক্রিটো? কে তোমায় এখানে আসতে দিল?

ক্রিটো: আজই হচ্ছে রাজকীয় বিষ প্রদানের উপযুক্ত সময়! দেরী করবেন না, রক্ষীদের প্রভূত ঘুষ দিয়ে খুশী করা হয়েছে - তাই তারা বাধা দেবে না, নিরাপদে কারাগার ও এথেন্স থেকে বেরিয়ে যান।

সক্রেটিস: ভুল করছো ক্রিটো। নির্বাসনই তো তারা দিতে চেয়েছিল - আমি কিন্তু তাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলাম সত্য কথা - শাস্তিই যদি দিতে হয় তবে আমার বাগ্মিতা ও ৭০ বৎসরের জীবনের মূল্য হিসেবে রাজকীয় আর্থিক দক্ষিণা ও ভরতুকিই হ'ত সক্রেটিসের আত্মার চরমতম অপমান। তাই সে ব্যবস্থা থেকে তারা আমায় অব্যাহতি দিয়েছে নয়তো ভবিষ্যতের গ্রীকেরা বলতো যে সক্রেটিস শিক্ষাকে বেচে এসেছে দেহব্যাপারীদের মত।

ক্রিটো: কিন্তু আপনি তো কুতার্কিক নন!

সক্রেটিস: সেইজন্যই তো তাঁরা আমার বক্তব্য বুঝতেই পারেননি।

ক্রিটো: কিন্তু নাস্তিক হিসেবে তাঁরা তো আরো জঘন্য অপবাদ আপনাকে দিয়েছেন এবং সেই অপবাদের শাস্তি আপনি মাথা পেতে নিয়েছেন। ভবিষ্যতের এথেন্সবাসীরা বিশ্বাস করবে বিচারকদের রায় আর আপনার কথা হারিয়ে যাবে সময়ের আবর্তে।

সক্রেটিস: কথাটা ঠিক নয় ক্রিটো। এ বিষয়ে অ্যারিস্টকলের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছে। জ্ঞানপিপাসু এই ছেলেটিকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমার সব তার্কিক আলোচনা, বস্তুত ৫০১ জন এথেন্সীয় জুরিদের প্রশ্ন ও মেলেটাসের উত্তরগুলি অ্যারিস্টকল সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছে। সেই লেখাটার নামকরণ সে চাইছিল আমিই করি যাতে ভবিষ্যতের মানবজাতি আমার বক্তব্য বুঝতে পারে, কিন্তু তাতে আমি রাজি হই নি, কেন জানো?

ক্রিটো: না, তবে অনুমান করতে পারি যে অ্যারিস্টকল কতটা হতাশ হয়েছে।

সক্রেটিস: না ক্রিটো, তার উন্নতমানের রচনা ও বাগ্মিতা দেখে আমি তার নাম দিয়েছি 'প্লেটো' এবং সেও খুশী হয়ে তার প্রথম রচনার নাম রাখলো 'অ্যাপোলজি'। এ যেন সমগ্র এথেন্সবাসী মার্জ্জনা ভিক্ষা করছে - ভবিষ্যতের কাছে।

ক্রিটো: আপনার মানসশিষ্য প্লেটোও তো আপনাকে কারাগার ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল, কিন্তু আপনি তারও কথা রাখলেন না।

সক্রেটিস: ওটা কিছু নয় ক্রিটো। আমার বিচারের প্রহসনে সে অত্যন্ত বিচলিত ও ক্ষিপ্ত। সে জুরি হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু মাত্র একমাস বয়স কম হওয়ায় হ'তে পারেনি। সেই দুঃখে সে গত কয়েকদিন এখানে আসেনি। গত ২১শে সে ৩০ বৎসরে পড়ল। আমি স্বপ্নে তার ইচ্ছা শুনতে পেয়েছি। যদি সে আজ না আসে এবং যদি আমি আর কিছু বলতে না পারি তবে তুমি শুধু তাকে এ'কথাগুলি বলবে যে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে যেন এথেন্স ত্যাগ করে।

আমি তাকে নতুন নামের পরিচিতি দিয়েছি। গ্রীক দেশের প্রাজ্ঞতম ব্যক্তি তাকে প্লেটো নামে অভিষিক্ত করেছে। আমার মৃত্যুর সঙ্গেই অ্যারিস্টকলের অন্তর্ধান। আমি স্বপ্নে দেখেছি জ্ঞান ও রাষ্ট্রচর্চায় ভবিষ্যত রূপরেখা প্লেটো সাকার করবে 'একাডেমস' নগরে গিয়ে। ভবিষ্যতের সক্রেটিসদের বাজারে বাজারে জ্ঞান বিতরণের জন্য ঘুরে বেড়াতে হবে না। সেই সময়ে চিন্তাবিদেরা এক জায়গায় স্থিত হয়ে উদীয়মান জিজ্ঞাসু যুবকদের সিম্পোসিয়ামের মাধ্যমে বিদ্যাদান করবে।

ক্রিটো: একাডেমস নগরে কেন?

সক্রেটিস: শিক্ষার ও তার্কিক আলোচনার জন্য শান্ত শহর একাডেমসই ভালো। নবীন এথেন্সীয় প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই নতুন ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করবে। প্লেটো এর নামকরণ চাইলে বলবে যে এই নতুন সংস্থার যেন নাম হয় 'একাডেমি'।

এমন সময় কারাপ্রধানের প্রবেশ।

কারাপ্রধান: আমি দুঃখিত ক্রিটো। কারাপ্রধান হিসেবে আমাকেই আদেশ দেওয়া হয়েছে হেমলকের নির্য্যাস জ্ঞানী সক্রেটিসকে পান করানোর জন্য।

সক্রেটিস: হে কারাপ্রধান! দুঃখ কোরো না। তোমার কাজ তুমি অবশ্যই করবে এবং যদি আর কিছু নির্দেশ দেওয়ার থাকে তবে তাও দিতে পারো।

কারাপ্রধান: আমি তোমায় নির্দেশ দিচ্ছি যে নির্য্যাসটুকু পান করার পর একটু পায়চারি করতে। প্রথমে তোমার পাদুটো অসাড় হয়ে যাবে, তখন তুমি শুয়ে পড়বে - তোমার হাতও তখন তোমার বশে থাকবে না এবং হৃদয়ের স্পন্দন আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে। এ'ভাবেই তোমার স্নায়ুতন্ত্রগুলি নিস্তেজ হয়ে তুমি চিরনিদ্রায় ঢলে পড়বে।

হোরাসিও, হেমলকের পাতাগুলি পর্য্যাপ্ত পরিমানে এনেছো তো? ডালছাড়া পাতায় নির্য্যাস ভালো ভাবে কাজ করে। তাই ঐ ভাবেই নির্য্যাসটি তৈরী কর। জ্ঞানী সক্রেটিস, এই কারার অধিকর্তা হিসেবেই আমি এথেন্সের সেবা করছি। তবুও তোমার কাছ থেকে, এথেন্সের প্রাজ্ঞতম ব্যক্তির মুখ থেকে তোমার বিচারের কথা শুনতে ইচ্ছে করছে।

সক্রেটিস: অ্যাপোলো মন্দিরের ভবিষ্যতদ্রষ্টা আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে এথেন্সের প্রাজ্ঞতম ব্যক্তির নাম সক্রেটিস। আমি নিজে কিন্তু তা মনে করি না। আমার মতে সূর্য্যদেবতার মন্দিরের পুরোহিতই প্রকৃত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাকে আমার সেই পুরোনো প্রশ্ন করলাম - এথেন্সে অনেক ভগবান আছেন এবং তাঁরা সব সময় পরস্পরের বিরোধিতা করে আসছেন - আমি কার পক্ষ নেব? ভগবানের বিরোধিতা করা ঠিক নয়, আবার একজনকে সমর্থন করলে অন্যদের বিরোধিতা জানানো হয়। পুরোহিত বিভ্রান্ত হয়ে কিছু বলতে পারলেন না।

বেশ কিছু যুবক এই প্রশ্নোত্তর শুনছিল, তাই তারা আমার কাছে এর প্রকৃত উত্তর জানতে চাইল। আমি এটুকু বোঝাতে পেরেছিলাম যে এথেন্সের নামী দামী ব্যক্তিগণ অনেক কিছুই জানেন, তবে তাঁরা কি কি জানেন না সে বিষয়ে অবগত নন। অথচ আমি একমাত্র এথেন্সবাসী যার জ্ঞান প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু একটা বিষয় আমি ভালভাবেই জানি এবং সেটা হল যে আমি যে কিছুই জানি না সেটা আমি ভালরকম জানি এবং এই জন্যই আমি এথেন্সের প্রাজ্ঞতম ব্যক্তি।

সত্যবাদী ঈশ্বরের ছবি দুর্বল কবি ও লেখকদের কল্পনাপ্রসূত। সব ব্যক্তির লেখার অধিকার থাকা উচিত নয়। বিকৃত লেখা থেকে অন্যায় করার প্রবৃত্তি বাড়ে। তরুণদের প্রশ্নের উত্তরে আবার এও বলতে হয়েছিল যে গণতন্ত্রে সমষ্টিগত গাধাদের সামনে রেখে কিছু ধূর্ত ব্যক্তি সমাজকে নিজেদের ইচ্ছেমত পরিচালনা করে। কিন্তু যে কোনো সমাজব্যবস্থাই হোক না কেন - বুদ্ধিজীবীদের দাম থেকেই যাবে।

প্রচুর যুদ্ধ শেষে সেনেটার অ্যানিটাস এথেন্সকে প্রজাতন্ত্রের জামা পরাতে চান। এর জন্য তাঁর সমষ্টিগত গাধাদের দরকার। কবি মেলেটাস ও চাষী লিকনকে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করালেন। আমার অপরাধ এই যে আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না ও তরুণদের আমি বিভ্রান্ত করছি। কিন্তু অ্যানিটাস, মেলেটাস, ও লীকন একটু ভুল করেছিল। তিন ঘন্টায় ৫০১ জন জুরিকে তারা ঐ তথ্য বোঝাতে পারেনি, কারণ এথেন্সে অনেক বুদ্ধিজীবীদের বাস ও তাঁদের মধ্যে অনেকেই জুরিবাহিনীতে ছিলেন। আমাকে তাঁরা অব্যাহতি দিতে চেয়েছিলেন এই শর্তে যে আমি যেন 'ফিলজফি' না করি - কিন্তু ওটাই মস্তবড় ভুল।

ভগবানবিশ্বাসী প্রাজ্ঞ সক্রেটিস একেশ্বরবাদ ও তর্কশাস্ত্র ভিত্তি করে এক নতুন দর্শনশাস্ত্র চর্চার দিক প্রদর্শনের জন্য একটি বিদ্যালয় তৈরী করতে আগ্রহী। তাই এ'সবের বদলে জীবনভিক্ষা তুচ্ছ। বুদ্ধিজীবীদের উত্তেজিত করার বাগ্মিতা আমার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তা না করে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে নিলাম। ভবিষ্যতের পৃথিবী মিলিয়ে নিতে পারে - নতুন দর্শনের জন্য এরকম অনেক সক্রেটিস তাঁদের জীবন দান করে যাবেন।

এইসব ভেবে তাই যখন জুরিগণকে মনে করিয়ে দিলাম যে তাঁরা সবাই ভগবান জেউস, অ্যাপোলো, ডেমেটার, ও হোলিয়াস্টিক-এর নামে শপথ নিয়ে জুরি হয়েছেন, অথচ এই চারজন এথেন্সবাসী ভগবান প্রায়ই লড়াই, যুদ্ধ, ও ঝগড়া করেন। এ'মত অবস্থায় তাঁরা শপথ গ্রহণের সময় কার কার নাম বাদ দেবেন - তখন তাঁরা সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে আমায় মৃত্যুদন্ডের বিধান দিলেন। তাঁরা বিজ্ঞ এবং নিশ্চয় জানেন যে তাঁরা কি করতে চলেছেন, তাই তাঁদের বিচার আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

কারাপ্রধান: আমি অনুতপ্ত সক্রেটিস, তোমাকে বিষ দিতে আমার প্রাণে লাগছে!

সক্রেটিস: না কারাপ্রভু, মৃত্যুভয় আমার নেই, তবে এটুকু নিশ্চিত জানবে যে তোমরা সবাই আমাকে অমরত্ব দান করে গেলে। হেমলক নির্য্যাস পান করার আগে দেখো তো প্লেটোর আসতে দেরী কেন হচ্ছে আর ফিভাকে দেখছি না কেন?

কারাপ্রধান: আপনার শিষ্যগণ সবাই এসে পড়েছেন।

সক্রেটিস: তবে তাদের এখানে নিয়ে এসো।

শিষ্যগণের প্রবেশ।

সক্রেটিস: প্লেটো, তুমি তোমার একাডেমি চালিয়ে যেও। তোমার রচিত ট্রিলজি এক যুগান্তকারী প্রজাতান্ত্রিক মানবীয় সভ্যতার প্রথম সোপান হবে। আর কি? তোমার ৩০-তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা আগেই জানানো উচিত ছিল, তবে তিন দিন দেরী হয়ে গেল। নাঃ! এবার তোমাদের নির্য্যাস ভরা পাত্রটা দাও।

সক্রেটিস দাঁড়িয়ে নির্য্যাসটি পান করলেন, কারাপ্রধান মুখ ফিরিয়ে শূন্য পানপাত্রটি নিয়ে নিলেন।

দু'তিনবার পায়চারি করে সক্রেটিস ক্লান্ত পায়ে শুয়ে পড়লেন ও ইশারায় ফিভাকে ডেকে বললেন, 'একটা মোরগের দাম বাকি থেকে গেল। বাড়ী থেকে পয়সা নিয়ে হারমোজেনেসকে যেন দামটা দিয়ে দেওয়া হয়।' এর পরেই তিনি নিথর হয়ে গেলেন। ক্রিটো এসে সক্রেটিসের চোখদুটি বন্ধ করে দিয়ে বলে উঠলো, 'ভূত, বর্তমান, ও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী গ্রীকের মৃত্যু হল। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হচ্ছে - একেশ্বরবাদ - যা এথেন্সের লোকেরা বুঝতে চায়নি।' প্লেটো বললেন, 'আমাদের গুরুর এই তিতিক্ষা বুঝতে পৃথিবীর বহুযুগ লেগে যাবে। তবে এথেন্সে এখন গৃহযুদ্ধ লাগবে। ক্রিটো, এসো আমরা এথেন্স ত্যাগ করি।'

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লাগতেই কারাগার ও ঠাকুমার হাসিমুখ সব ধোঁয়াটে হয়ে মিলিয়ে গেল আর আমি জেগে উঠলাম - উড়োজাহাজের চাকা বিমানবন্দরের মাটি ছুঁয়েছে।

আজও সেই প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞতম গ্রীকের ২৪০২ বৎসরের পুরোনো প্রশ্নের উত্তর মেলেনি - হেমলক কিন্তু প্রস্তুত আছে!